তারিখ : 26 MAR 2016
পৃষ্ঠা ... ৫ ... কলাম ... ৬

সংবাদ

ঘিওরে পূর্ববেগুন নারচী স. প্রা. বিদ্যালয়

ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের নিচে পাঠদান

প্রতিনিধি, ঘিওর (মানিকগঞ্জ)

মানিকগঞ্জের ঘিওর উপজেলার ধলেশ্বরী শাখা নদীর পার্শ্ববর্তী পূর্ব বেগুন নারচী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দু'টি ভবনের একটি পরিত্যাক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। অন্য ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ হওয়া সত্বেও ভবনের নীচ তলায় ছাত্রছাত্রীদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কোনমতে চলছে পাঠদান। অনিয়মিত হয়ে পড়েছে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের সংখ্যা ও দিন দিন আশংকাজনকভাবে কমে যাচ্ছে ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি।

সরেজমিন পরিদর্শনে দেখা গেছে, ধলেশ্বরী নদীর পাশে এলাকাবাসীর প্রচেষ্টায় ১৯৭৬ সালে ঘিওর এলজিইডি বিভাগের উদ্যোগে ১টি ভবন নির্মাণ করা হয়। দীর্ঘ দিন অতিবাহিত হবার পর ভবনটির বিভিন্ন স্থানে পলেস্টার উঠে রড বেরিয়ে গেছে। বিভিন্ন স্থানে ফাটল ধরেছে। ফলে গত বছর ঘিওর উপজেলা এলজিইডি বিভাগ ভবনটি পরিত্যাক্ত ঘোষণা করে। পরে ২০০৪ সালে পশ্চিম পাশে দোতলা একটি ভবন নির্মাণ করা হয়। কিন্তু ধলেশ্বরী নদীর ভয়াবহ ভাঙ্গনে স্কুলটির পিছনের অধিকাংশ অংশ ভেঙ্গে যায়। বর্তমানে ঝুঁকিতে থাকা সত্বেও ওই ভবনটির নীচ তলায় পাটি বিছিয়ে ছাত্রছাত্রীদের পাঠদান সহ কার্যক্রম চলছে। বর্তমানে এ ভবনটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়েছে।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক মো. মামুন হোসেন জানান, প্রায় এক বছর যাবৎ দূর্ঘটনার আশংকায় এবং শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের চাপে ওই ভবনে শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়। কিন্তু বর্ষা মৌসুমে বিদ্যালয়ের দ্বিতলা ভবনটি মারাত্মক ঝুঁকির মধ্যে থাকবে। প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রায় ৩০ জন ছাত্রছাত্রী ভবনের নীচে পাটিতে বসে পড়ালেখা করতে হয়। ৩য়, ৪র্থ ও ৫ম শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীদের দোতলা ভবনে ঝুঁকির মধ্যে লেখাপড়া করতে হয়। বর্তমানে এই স্কুলের ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ১৪৫ ও শিক্ষক সংখ্যা ৫ জন। শিক্ষার পরিবেশ বজায় রাখতে পাঠদান কার্যক্রম সচল রাখতে জরুরি ভিত্তিতে ভবনটির সংস্কার প্রয়োজন।

ভারপ্রাপ্ত প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা মোঃ শাহজাহান মিএগ জানান, জরুরী ভিত্তিতে পূর্ব বেগুন নারচী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি সংস্কার করা না হলে আগামী বর্ষা মৌসুমে ধলেশ্বরী নদীর ভাঙ্গনে দ্বিতলা ভবনটি ধ্বসে ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়া বন্ধ হয়ে যেতে পারে।

ঘিওর উপজেলা নির্বাহী অফিসার মাহবুবা আইরিন এবং উপজেলা প্রকৌশলী মোঃ সাজ্জাকুর রহমান সম্প্রতি স্কুলটি পরিদর্শন করে পুরাতন ভবনটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করে এবং নতুন ভবনটি জরুরি ভিত্তিতে সংস্কার করে কোমলমতি ছাত্রছাত্রীদের লেখাপড়ার সুযোগ সৃষ্টি করার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জনান।

চরভদ্রাসনে মরা খাসির মাংস বিক্রির দায়ে কসাইর সাজা

প্রতিনিধি, ফরিদপুর

ফরিদপুর জেলার চরভদ্রাসনে মরা ও পচা খাসীর মাংস বিক্রির অপরাধে জুয়েল নামের এক মাংস বিক্রেতাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা ও এক মাসের সাজা প্রদান করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত এর বিচারক ও উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফারজানা সিদ্দিকা। বৃহস্পতিবার দুপুরে চরভদ্রাসন মাংস বাজারে এ ঘটনা ঘটে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানায় মাছ ও মাংস বাজার একসঙ্গে হওয়ায় মাছ ব্যাবসায়ীরা মাংস পচা গন্ধ পায় পরে জুয়েল কে সন্দেহ করলে তার কাছে ব্যাগের মধ্যে আস্ত মাথা বিহীন মরা খাসী পায়। ক্ষুব্ধ ব্যাবসায়ীরা জানায় ইতিপূর্বে জুয়েল এধরনের বিভিন্ন অপর্কমের সঙ্গে জড়িত ছিল তাই তারা তাকে সন্দেহ করে। এ ব্যাপারে ব্যবসায়ীরা উপজেলা সেনেটারি ইন্সপেক্টর আবুল কালাম আজাদকে জানালে তিনি জুয়েলের নিকট হতে মরা ছাগলটি আটক করেন। বিষয়টি জানতে পেরে উপজেলা নির্বাহী অফিসার ফারজানা সিদ্দিকা তাৎক্ষণিক ঘটনা স্থলে যান। পরে মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে 'পিওর ফুড এ্যামেন্টম্যান্ট এ্যাক্ট ১৯৫৭ সালের ৩৭ ধারা/৩ উপধারার আলোকে মরা-পচা, খাবারের অযোগ্য ও দুর্গন্ধ যুক্ত ছাগলের মাংশ বিক্রি করার দায়ে জুয়েলকে পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমানা ও এক মাসের সাজা প্রদান করেন বং পচা ছাগলটি মাটিতে পুঁতে ফেলার নির্দেশ দেন।

ঘিওর : পূর্ব বেগুন নারচী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দ্বিতল ভবনের নিচে চলছে শিক্ষার্থীদের পাঠদান -সংবাদ